আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ

মোস্তাফিজুর রহমান

আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্রে যারা সন্ত্রাসী কিংবা সমাজের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, এসিড নিক্ষেপকারী, চোরাকারবারী, শিশু-পাঁচারকারী, মদ, জুয়া, গাঁজার ব্যবসা পরিচালনাকারী অথবা ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে রাষ্ট্রে বিচরণ করছে তারাওতো একদিন শিশু ছিল। তাদের জীবনটাওতো হতে পারতো সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির জীবনের অনুরূপ। ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই সদ্যব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। আমরা জানি একজন শিশু জন্মগতভাবে অফুরন্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি সমাজে শিশুদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটানো যেত, তাহলে ভবিষ্যতে সেই শিশু কখনোই বিপদগামী হয়ে গড়ে উঠতো না। মনে করুন সমাজে একজন শিশু অনাদর, অযত্ন, অবহেলা এবং অভাবের মাঝে খেয়ে না খেয়ে দিন যাপন করতে লাগলো। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র অভ্যন্তরস্থ কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান তার প্রতি কোনরূপ দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করলো না, সেক্ষেত্রে শিশু বয়সে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে তার কোন প্রভাব না থাকলে ও সেই শিশু যখন তরুণ কিংবা যুবকে পরিনত হবে তখন সেই যুবক সমাজ এবং রাষ্ট্রকে কি উপহার দিবে; ঐ যুবক লাঞ্ছনা ও বঞ্চণার মাধ্যমে বেড়ে উঠার ফলশ্রুতিতে ক্রমশঃ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং কোন অবস্থাতেই ঐ যুবক সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকামীরূপে গড়ে উঠতে পারবে না।

বর্তমানে পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে যৌথ পরিবারগুলো একক পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। একক পরিবারগুলোর মধ্যে যেসব শিশু-কিশোরদের বাবা-মা উভয়েই চাকুরীজীবি তারা সংগত কারণেই পরিপূর্ণভাবে নিজ সন্তানের দেখাশুনা করতে পারেন না। এসব পরিবারের সদস্যরা অনেকক্ষেত্রেই চাকর বা বাসার কাজের বুয়ার মাধ্যমে লালিত পালিত হওয়ায় কিংবা মোবাইলফেনের অপব্যবহারের ফলে সমাজে অধঃপতিত তরুণদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বেড়ে উঠছে এবং সেরকমটি হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিবেশগত কারণে এবং অসৎ সংগের ফলে প্রতিদিন অসংখ্য তরুণ মদ, জুয়া এবং গাঁজা সেবনে আসক্ত হচ্ছে। অসংখ্য পরিবার দারিদ্রতার কারণে তাদের শিশু কিশোরদের বাসাবাড়িতে কাজে লাগাচ্ছে, অনেক কিশোর অত্যধিক অভাবের তাড়নায় ইটের ভাটায়, গামেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও অনেক কিশোর জীবিকার তাগিদে রিক্সা

চালায় কিংবা রেস্তোরাঁয় অমানবিক কাজ করে কিশোর বয়সেই জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলছে। যে সময়ে একজন তরুণ কিংবা তরুনীর বই, খাতা, কলম নিয়ে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠার কথা, ঠিক সেই সময়ে অনেক তরুণ জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সমাজ গঠনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে অকালেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের বোঝা হিসেবে বেড়ে উঠছে এবং নানাবিধ অপরাধের সংঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে সুশাসন বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং এসব তরুণরা সমাজে টোকাই হিসেবে পরিচিতি পায়। সমাজের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল এদেরকে নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করতে উৎসাহিত করে থাকে।

আমরা জানি আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। আবার' - কবির ভাষায়, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে। সেই হিসাবে শিশু-কিশোরদের কোনভাবেই অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করা হবে আমাদের জাতির জন্য বিরাট ক্ষতি। একমাত্র তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে সকল দেশের শীর্ষে এগিয়ে নিতে পারবে। আজকের শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যতে সুশীল সমাজের অন্তর্ভূক্ত করতে হলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক বানাতে হলে, মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে, সমাজ এবং রাষ্ট্রে সন্ত্রাসীরূপে দেখতে না চাইলে এবং শিশু-কিশোরদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকবেলার উপযোগীরূপে গড়ে তুলতে হলে শিশু-কিশোরদের দারিদ্রতা হ্রাসকল্পে বাস্তব মুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকৃত সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। কেননা শিক্ষা ব্যতীত মানুষের পশু প্রবৃত্তি - রোধ করা কখনোই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু কিশোররা ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

সবশেষে বলবো প্রতিটি জেলা এবং বিভাগীয় শহরে কতজন হত-দরিদ্র শিশু-কিশোর আছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। তাদেরকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষন দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই কেবল মাত্র বাংলাদেশ একটি উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে।